

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

ICON

স্বপ্ন পূরণের সারথি...

হেড অফিস: ১১২, সাজেদা ম্যানশন (তৃয় তলা), ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫। ফোন: ০২-৯১৪২৭৮৬, ০১৮৪৫-৯৬৯৫০০

Online Batch-2020

সাধারণ জ্ঞান : লেকচার # ০৫

বাঙালী জাতির উৎসব ও বিকাশ

- বর্তমান বাঙালী জাতির পরিচয়- সংকর জাতি হিসেবে।
- ‘বাংলা শব্দটির উৎপত্তি- আবুল ফজলের ‘বঙ্গ’ থেকে।
- বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছে- অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।
- আর্যগণ উপমহাদেশে আগমন করে- খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০ বা ১৫০০ অন্দে।
- সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
যথা: (১) প্রাক আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী এবং (২) আর্য জনগোষ্ঠী।
- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম- মৌর্য সাম্রাজ্য।
- প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতি- রাজা শশাঙ্ক।
- প্রাচীন বাংলার ছোট ছোট অঞ্চলের নাম ছিল- জনপদ।
- প্রাচীন বাংলার জনপদ সম্পর্কে জানা যায়- মোট ১৬টি।

প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

জনপদের নাম	সীমানা ও অন্যান্য তথ্য
বঙ্গ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ‘বঙ্গ’ নামে একটি জনপদ ছিল। ➤ বর্তমান ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর এ ‘বঙ্গ’ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
পুণ্ড	<ul style="list-style-type: none"> ➤ প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ ছিল ‘পুণ্ড’। ➤ পুন্ড জনপদের রাজধানী ছিল ‘পুণ্ডনগর’। ➤ বর্তমান উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর নিয়ে এ পুন্ড জনপদটি গড়ে উঠেছিল। ➤ বগুড়ার ‘মহাস্থানগড়ে’ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়ের একটি লিপি পাথরের চাকতিতে খোদাই করা পাওয়া গেছে।
রাঢ়	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ভাগিরথী নদীর পশ্চিম তীরে বর্তমান রাঢ় অঞ্চলের অবস্থান ছিল। ➤ এর অপর নাম ছিল— সূক্ষ্ম।
গৌড়	<ul style="list-style-type: none"> ➤ বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া ও পশ্চিমবঙ্গ গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ➤ গৌড়ের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের ‘কর্ণসুবর্ণ’।
সমতট	<ul style="list-style-type: none"> ➤ বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ➤ সপ্তম শতকের মাঝামাঝি চীনের পর্যটক ‘হিউয়েন সাঙ’ সমতট ভ্রমণ করে এ জনপদের একটি বর্ণনা লিখেছিলেন। ➤ সমতটের রাজধানী ছিল বড়কামতা, কুমিল্লা।
হরিকেল	<ul style="list-style-type: none"> ➤ সিলেট, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলাগুলো হরিকেল জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
বরেন্দ্র	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়ার অংশ বিশেষ নিয়ে এ জনপদ গড়ে উঠেছিল।

আরাকান	➤ কক্ষবাজার, বার্মার কিয়দংশ ও কর্ণফুলির নদীর দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে এ জনপদ গড়ে উঠেছিল।
সপ্তগাঁও	➤ খুলনা এবং বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী অঞ্চল
চন্দ্রবীপ	➤ বর্তমান বরিশাল এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
বিক্রমপুর	➤ বর্তমান মুঙ্গিগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে এ জনপদ গড়ে উঠেছে।
কামরূপ	➤ বর্তমান রংপুর, জলপাইগুড়ি ও আসামের কামরূপ জেলা নিয়ে প্রাচীন ‘কামরূপ’ জনপদ গড়ে উঠেছিল।

উপমহাদেশ/ বাংলায় ভ্রমণকারী উল্লেখযোগ্য পর্যটক

পর্যটক	দেশ	ভ্রমণের সময়	অন্যান্য তথ্য
মেগাস্ট্রিনিস	গ্রীস	খ্রিষ্টপূর্ব ৩০২ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে	মেগাস্ট্রিনিস-এর রচিত গ্রন্থ ‘ইন্ডিকা’ যা উপমহাদেশের প্রামাণ্য দলিল
ফা-হিয়েন	চীন	৩৮০-৪১৪ খ্রিষ্টাব্দের ভিতর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে	ফা-হিয়েন বাংলায় ভ্রমণকারী প্রথম চৈনিক পর্যটক
হিউয়েন সাং	চীন	৬৩০-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের শাসনামলে	
মা-হৃয়ান	চীন	১৪০৫-১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন	মা-হৃয়ান সাত বার ভারত মহাসাগর অভিযানে বের হন
ইবনে বতুতা	মরক্কো	১৩৩৩ সালে প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে। বাংলার সোনারগাঁওয়ে ১৩৪৬ সালে ফখরুজ্জিন মুবারক শাহের আমলে	ইবনে বতুতার বিখ্যাত বই ‘কিতাবুল হিন্দ’

নিকল দ্য কন্টি	ভেনিস, ইতালি	১৪২০-১৪৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি আনন্দমান দ্বীপপুঁজি হয়ে বাংলায় আসেন।	নিকল দ্য কন্টি বর্ণিত 'সেরনোভা' শহরটি হচ্ছে বর্তমান সোনারগাঁও
রালফ ফিচ	ইংল্যান্ড	তিনি দুবার বাংলায় আগমন করেন। প্রথম বার ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে, দ্বিতীয় বার ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে	

বাংলাদেশের ইতিহাস

প্রাচীন কাল

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন:

- যার আগমনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়- আলেকজান্ডার।
- আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে আগমন করেন- খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে।
- আলেকজান্ডার রাজা ছিলেন- ম্যাসিডোনিয়ার।
- আলেকজান্ডার ছিলেন- হিসের অধিবাসী।
- আলেকজান্ডারের প্রধান সেনাপতির নাম- সেলিওকাস।
- আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন- এরিস্টটল।
- এরিস্টটলের গৃহশিক্ষক ছিলেন- প্লেটো।
- প্লেটোর গৃহশিক্ষক ছিলেন- সক্রেটিস।
- আলেকজান্ডার মৃত্যুবরণ করেন- ব্যাবিলনে (বর্তমানে ইরাক)।
- এরিস্টটলের শিক্ষা কেন্দ্রের নাম- লাইসিয়াম।
- প্লেটোর শিক্ষা কেন্দ্রের নাম- একাডেমিয়া।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন বংশীয় শাসন

মৌর্য বংশ:

- মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ।
- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সম্রাট- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ।
- চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল- পাটলিপুত্রে ।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- চাণক্য ।
- চাণক্যের ছন্দনাম ছিল- কৌটিল্য ।
- অর্থশাস্ত্র বইটি রচনা করেন- কৌটিল্য ।
- প্রাচীন ভারতে প্রথম সর্ব ভারতীয় এক্য রাষ্ট্র স্থাপন করেন- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন- বিন্দুসার ।
- বিন্দুসারের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন- তাঁর পুত্র অশোক ।
- অশোক যে বংশের রাজা ছিলেন- মৌর্য বংশের ।

গুপ্ত বংশ:

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ।
- গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন- সমুদ্রগুপ্ত ।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল- পাটলিপুত্রে ।
- সমুদ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন- ৪০ বছর ।
- প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়- সমুদ্রগুপ্তকে ।
- চীনা পর্যটক ফা হিয়েন ভারতে আসেন- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে (৭ম শতকে) ।
- সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল- পাটলিপুত্রে ।
- কালিদাস কবি ছিলেন- গুপ্ত যুগের ।
- কালিদাসের মহাকাব্যের নাম- মেঘদূত ।
- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলায় আগমন করেন- সপ্তম শতকে ।
- ‘মেগাস্থিনিস’ ছিলেন- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভার গ্রিক দূত ।

গৌড় বংশ:

- বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা- ‘শশাঙ্ক’।
- শশাঙ্কের (গৌড় রাজ্য) রাজধানী ছিল- ‘কর্ণসুবর্ণ’।
- রাজা শশাঙ্ক প্রাচীন জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন- সপ্তম শতাব্দীতে।
- গৌড় রাজ্যের পতন হয়- ভাস্কর বর্ধন ও হর্ষবর্ধন দ্বারা।
- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য দখল করেন- হর্ষবর্ধন।
- চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসেন- হর্ষবর্ধনের শাসনামলে।
- হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল- কনৌজে।
- হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন- বানভট্ট।
- বানভট্টের বিখ্যাত গ্রন্থ- হর্ষচরিত।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন- রাজা হর্ষবর্ধন।
- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পরবর্তী ১ শতাব্দী সময়কে বলা হয়- মাত্সান্যায়।
- ‘মাত্সান্যায়’ বলতে বুঝায়- আইন-শৃঙ্খলার অরাজকতা পরিস্থিতি।

পাল বংশ (৭৬৫-১১৬১):

- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা- গোপাল।
- বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন- গোপাল।
- পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন- ধর্মপাল।
- ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ প্রাচীন বৌদ্ধবিহার পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার (সোমপুর বিহার) নির্মাণ করেন- ধর্মপাল।
- বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ ছিল- পাল বংশ।
- পাল রাজারা বাংলা শাসন করেন- প্রায় ৪০০ বছর।
- পালরা ছিলেন- বৌদ্ধ ধর্মলম্বী।
- বাংলা ভাষার আদি নির্দশন চর্যাপদ রচিত হয়- পাল আমলে।
- দিনাজপুরের রামসাগর দিঘীটি খনন করেন- রামপাল।

সেন যুগ:

- প্রাচীন বাংলার শেষ রাজ বংশ- সেন।
- সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা- হেমন্ত সেন।
- সেন বংশের প্রথম সার্বভৌম এবং শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন- বিজয় সেন।
- সেনরা ছিল- হিন্দু ধর্মালম্বী।
- সেনদের রাজধানী ছিল- নদীয়ায়।
- সেনদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন- লক্ষণ সেন।
- সেন বংশের পতন হয়- ১২০৪ সালে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির কাছে। সেনদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস শেষ হয়ে মধ্যযুগের ইতিহাস শুরু হয়।

মধ্যযুগ

- আরবরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ‘সিন্ধু’ জয় করেন- ৭১২ সালে।
- মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করলে উপমহাদেশে ইসলামী ইতিহাসের সূচনা হয়।
- সুলতান মাহমুদ গজনী সিন্ধু বিজয়ের প্রায় তিনিশত বছর পরে ১০০০-১০২৭ পর্যন্ত- প্রায় ২৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।
- সুলতান মাহমুদ গজনীর সভাকবি ছিলেন- ‘শাহনামা’ গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত পারস্য কবি ফেরদৌসি।
- ভারতের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন- সুলতান মাহমুদ গজনী
- তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ সালে) ‘মুহাম্মদ ঘুরী’ জয়ী হলে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন শুরু হয়। ভারতবর্ষে মুসলমানরা প্রথম ৭১২ সালে আসলেও মুহাম্মদ ঘুরির আগ পর্যন্ত কোনো মুসলিম সেনাপতি স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষ শাসন করেন নি।

নদীয়া বিজয়:

- ১২০৪ সালে মুসলিম আফগান সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া দখল করলে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।

শাহ জালালের বাংলায় আগমন:

- হ্যরত শাহ জালাল ইয়েমেন থেকে ৩০৭ জন শীষ্যসহ বাংলাদেশে আসেন- সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ-এর আমলে।
- হ্যরত শাহ জালাল জন্মগ্রহণ করেন- ইয়েমেনে।
- হ্যরত শাহ জালাল ও শাহ পরানের মাজার রয়েছে- সিলেটে।

স্বাধীন সুলতানি আমল:

- বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন- ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।
- সোনারগাঁওয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।
- ইলিয়াস শাহী বংশ- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন- ১৩৪২ সালে।
- ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- ১৩৫২ সালে ইলিয়াস শাহ পূর্ববঙ্গ জয় করে উভয়বঙ্গ একত্রিত করেন।
- ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করেন- ১৩৫২ সালে। বাংলা ভূখণ্ডের নাম ‘মূলক-ই-বাংলা’ করেন- ইলিয়াস শাহ।
- খান জাহান আলী ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলায় আসেন- নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের শাসনামলে।
- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন- সুলতান সিকান্দার শাহ।
- সুলতান সিকান্দার শাহ-এর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন- তার পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ।
- প্রথম বাঙালী মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর ‘ইউসুফ জুলেখা’ কাব্য রচনা করেন- গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমলে।

- পারস্যের বিখ্যাত কবি ‘হাফিজের’ সাথে পত্র বিনিময় করেন- গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ।
- গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ-এর পর বংলার ক্ষমতায় আসেন- তার পুত্র সুলতান সাইফ উদ্দিন হামজা শাহ।
- সাইফ উদ্দিন হামজা শাহকে হত্যা করে- তার ক্রীতদাস শিহাব উদ্দিন বায়েজিদ শাহ।
- ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা- নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর - লোদী	ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খান-হিমু	দিল্লি মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে আসে।
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	আবদালী-মারাঠা	ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার।

মুঘল সাম্রাজ্য

বাবর:

- মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়- বাবরের পানিপথের প্রথম যুদ্ধ জয়লাভের ফলে।
- বাবর ফারগানার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন- ১১ বছর বয়সে।
- বাবরের প্রকৃত নাম- জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর।

সন্মাট হুমায়ুন:

- বাংলাকে জান্নাতাবাদ ঘোষণা করেন- সন্মাট হুমায়ুন।
- শের শাহ-এর সাথে চৌসার যুদ্ধ করেন- ১৫৩৯ সালে।
- শের শাহ-এর সাথে কনৌজের যুদ্ধ করেন- ১৫৪০ সালে।
- শের শাহ নির্মাণ করেন- গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড।
- ভারতবর্ষে ঘোড়র ডাক প্রচলন করেন- শের শাহ।
- দিল্লি থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন- শের শাহ।

সম্রাট আকবর:

- বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- সম্রাট আকবর।
- পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ১৫৫৬ সালে হিমুকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করেন- সম্রাট আকবর।
- বাংলা সাল, বাংলা নববর্ষের প্রচলন করেন- সম্রাট আকবর।
- আকবর দিল্লির সিংহাসনে বসেন- ১৩ বছর বয়সে।
- আকবরের অভিভাবক ছিলেন- বৈরাম খাঁ।
- দেশবাচক ‘বাংলা’ শব্দের প্রথম ব্যবহার হয়- ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে।
- ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থের রচয়িতা- আবুল ফজল।
- আবুল ফজল ছিলেন- সম্রাট আকবরের সভাকবি।
- সমগ্র বঙ্গ দেশ ‘সুবহ-ই-বঙ্গলাহ’ নামে পরিচিত ছিল- সম্রাট আকবরের আমলে।
- সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করেন- ১৫৭৬ সালে।
- তানসেন ছিলেন- আকবরের রাজসভার গায়ক।
- আকবরের রাজসভায় বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন- বীরবল।
- বৈয়াম খান ছিলেন- আকবরের প্রধান সেনাপতি, আকবরের অভিভাবক ও তার বাবা হুমায়ুনের বন্ধু।
- আবুল ফজল ছিলেন- সম্রাট আকবরের বন্ধু এবং সভাকবি।
- বাংলা সনের সূচনা হয়- ইংরেজি ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে, ৯৬৩ হিজরীতে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর:

- জাহাঙ্গীরের ডাকনাম ছিল- শেখু বাবা।
- বাংলার সুবেদার হিসেবে নিয়োগ করেন- ইসলাম খানকে।
- তাঁর আমলেই ইসলাম খান কর্তৃক বারো ভুঁইয়াদের দমন করা হয়।
- তাঁর আমলেই ইসলাম খান কর্তৃক বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর (১৬১০) করা হয় এবং ঢাকার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর।
- তাঁর আমলেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আগমন করে।
- উল্লেখযোগ্য কর্ম: (১) নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন।
(২) আগ্রার দুর্গ নির্মাণ করেন।

সম্রাট শাহ্ জাহান:

- শাহ্ জাহানের অনুমতিক্রমে বাংলার ‘পিপিলাই’ নামক স্থানে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন- ইংরেজরা।
- ‘শাহ্ জাহান’ উপাধি দেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- ময়ূর সিংহাসনের শিল্পী ছিলেন- পারস্যের কেবাদল খান।
- ময়ূর সিংহাসন বর্তমানে রয়েছে- ইরানে।
- শাহ্ জাহানের স্ত্রীর নাম- মমতাজ।
- 'Prince of Builders' নামে খ্যাত- সম্রাট শাহ্ জাহান।
- আগ্রায় তাজমহল নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহ্ জাহান।
 - তাজমহল অবস্থিত- আগ্রার যমুনা নদীর তীরে।
 - তাজমহল নির্মাণের সময়কাল- ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।
 - তাজমহলের স্থপতি- ওস্তাদ ঈশা খাঁ।
 - তাজমহল নির্মাণ করেন- ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছরে।
- ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহ্ জাহান।
- দিল্লির লালকেল্লা নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহ্ জাহান।
- খাশমহল ও শীষমহল নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহ্ জাহান।

আওরঙ্গজেব:

- আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান।
- শায়েস্তা খানের সময়ে চালের দাম ছিল- টাকায় আট মণ।

গুরুত্বপূর্ণ মুঘল স্থাপত্য ও অবস্থান

স্থাপত্যের নাম	নির্মাণকারী	স্থাপত্যের অবস্থান
লালবাগ কেল্লা	শায়েস্তা খাঁ	লালবাগ, ঢাকা
লাল কেল্লা	সম্রাট শাহ্ জাহান	দিল্লি
ছেট কাটরা	শায়েস্তা খাঁ	চকবাজার, ঢাকা
বড় কাটরা	শাহজাদা সুজা	চকবাজার, ঢাকা
আফগান দুর্গ	শেরশাহ	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
সাত গম্বুজ মসজিদ	শায়েস্তা খাঁ	মোহাম্মদপুর, ঢাকা

তার মসজিদ	শায়েস্তা খাঁ	ঢাকা, আরমানিটোলা
ঢাকা গেট	মীর জুমলা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তাজমহল	শাহ জাহান	আগ্রা, দিল্লি
ময়ূর সিংহাসন	শাহ জাহান	আগ্রা, দিল্লি
ফতেপুর সিক্রি	আকবর	দিল্লি
ইদ্বাকপুর দুর্গ	শেরশাহ	বিক্রমপুর
স্বর্ণমন্দির	আকবর	অমৃতসর, পাঞ্জাব
বিনত বিবির মসজিদ	শায়েস্তা খাঁ	ঢাকা

বাংলায় সুবাদারী শাসন

মুঘল শাসক	বাংলার সুবাদার	উল্লেখযোগ্য কর্ম
আকবর	মানসিংহ	<ul style="list-style-type: none"> ■ বার ভূঁইয়াদের সাথে যুদ্ধ করেন। ■ বার ভূঁইয়াদের দমন করতে ব্যর্থ হন।
জাহাঙ্গীর	ইসলাম খান	<ul style="list-style-type: none"> ■ বার ভূঁইয়াদের দমন করেন। ■ ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন (১৬১০)। ■ ঢাকার নামকরণ করেন জাহঙ্গীরনগর। ■ দোলাইখাল খনন করেন। ■ নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।
শাহ জাহান	শাহ সুজা	<ul style="list-style-type: none"> ■ শাহ সুজা ছিলেন শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র। ■ বিনা শুল্কে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য সুবিধা দেন। ■ ঢাকার চকবাজারে বড় কাটারা নির্মাণ করেন।
আওরঙ্গজেব	মীর জুমলা	<ul style="list-style-type: none"> ■ ঢাকাগেট নির্মাণ করেন। ■ ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত কামানটি আসাম যুদ্ধে ব্যবহার করেন।
	শায়েস্তা খাঁ	<ul style="list-style-type: none"> ■ চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দখল করেন। ■ পর্তুগীজ জলদস্যদের বিতাড়িত করেন। ■ লালবাগের কেল্লা নির্মাণ করেন। ■ চকবাজারে ছোট কাটারা ও চক মসজিদ নির্মাণ। ■ সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন।

বার ভুঁইয়া:

- বার ভুঁইয়াদের নেতা ছিলেন- ঈশা খাঁ।
- বার ভুঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়- সন্তাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
- বার ভুঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করেন- সুবাদার ইসলাম খান।

বাংলার নবাবী শাসন:

- বাংলার প্রথম নবাব- মুর্শিদকুলী খান।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব- মুর্শিদকুলী খান।
- বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন- মুর্শিদকুলী খান।
- মারাঠাদের প্রতিহত করেন- নবাব আলীবর্দী খান।
- সিরাজ-উদ-দৌলার নানা ছিলেন- আলীবর্দী খান।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব- সিরাজ-উদ-দৌলা।
- বাংলার শেষ নবাব- নিজামউদ্দৌলা।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন:

- মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়- ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে।
- মুঘল সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল- ৩৩১ বছর (১৫২৬-১৮৫৭)।
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেয়া হয়- রেঙ্গুনে।
- মুঘল আমলে উৎকৃষ্ট কার্পাস দিয়ে তৈরি হতো- মসলিন বস্ত্র।
- মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সন্তাট ছিলেন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
- সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত স্থান- বাহাদুর শাহ পার্ক।

বিগত বছরের প্রশ্নাবলী

1. পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কার শাসনামলে বাংলায় আসেন?
A. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত B. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
C. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত D. হর্ষবর্ধন
2. কত খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে দি ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়?
A. ১৬০০ B. ১৬৫১ C. ১৭৫৭ D. ১৬৫৮
3. কোন ব্রিটিশ ভাইসরয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন?
A. লর্ড মিন্টো B. লর্ড কার্জন C. লর্ড হার্ডিঞ্জ D. লর্ড চেমসফোর্ড
4. ময়নামতির পূর্বনাম কি ছিল?
A. রোহিতগিরি B. ত্রিপুরা C. হরিকেল D. নদীয়া
5. পলাশীর যুদ্ধ কখন হয়েছিল?
A. ২৩ জুন ১৭৫৭ B. ২৫ জুলাই ১৭৫৭
C. ১৫ আগস্ট ১৮৫৮ D. ২৫ আগস্ট ১৮৫৮
6. প্রথম কত সালে বঙ্গভঙ্গ হয়-
A. ১৭৫৭ B. ১৮৫৭ C. ১৯০৫ D. ১৯৪৭
7. যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক দলের সংখ্যা-
A. চার B. পাঁচ C. তিন D. ছয়
8. বাংলার কোন নেতা জমিদারী প্রথা রদে প্রধান ভূমিকা পালন করেন?
A. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী B. এ.কে ফজলুল হক
C. মাওলানা ভাসানী D. খাজা নাজিমুদ্দিন
9. বাংলা বর্ষের প্রবক্তা কে?
A. সম্রাট অশোক B. সম্রাট আকবর
C. রাজা লক্ষণ সেন D. আবুল ফজল
10. ‘মাঝসন্যায়’ ধারণাটি কিসের সাথে সম্পর্কিত?
A. মাছবাজার B. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
C. মাছ ধরার নৌকা D. আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা

- 11. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান-**
- A. রমনা পার্ক
 - B. ন্যাশনাল পার্ক
 - C. গুলশান পার্ক
 - D. বাহাদুর শাহ পার্ক
- 12. বঙ্গভঙ্গ কোন সনে রান্ত হয়?**
- A. ১৯০৫
 - B. ১৯০৯
 - C. ১৯১১
 - D. ১৯১২
- 13. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন-**
- A. রাজা শশাঙ্ক
 - B. বখতিয়ার খলজি
 - C. বিজয় সেন
 - D. রাজা গোপাল
- 14. ঢাকা প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের অন্তর্গত?**
- A. বঙ্গ
 - B. রাঢ়
 - C. বরেন্দ্র
 - D. হরিকেল
- 15. প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হত?**
- A. মুর্শিদাবাদ
 - B. রাজশাহী
 - C. চট্টগ্রাম
 - D. মেদিনীপুর
- 16. বর্তমান বাংলাদেশের কোন অংশকে ‘সমতট’ বলা হতো?**
- A. কুমিল্লা ও নোয়াখালী
 - B. রাজশাহী ও বগুড়া
 - C. চট্টগ্রাম
 - D. দিনাজপুর ও রংপুর
- 17. সতীদাহ প্রথা বিলোপে ভূমিকা রাখেন -**
- A. বিদ্যা সাগর
 - B. রামমোহন
 - C. বেন্টিক্স
 - D. হান্টার
- 18. কোন সুলতানের রাজত্বকালে ইবনে বতুতা বাংলায় সফর করেন?**
- A. ফখরুল্লাহ মুবারক শাহ
 - B. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
 - C. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
 - D. নসরৎ শাহ
- 19. ছিয়াত্তরের মৰ্বণ্ডির বাংলা কোন সনে হয়েছিল?**
- A. ১০৭৬ সনে
 - B. ১৩৭৬ সনে
 - C. ১১৭৬ সনে
 - D. ১২৭৬ সনে
- 20. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান-**
- A. ফখরুল্লাহ ইলিয়াস শাহ
 - B. ফখরুল্লাহ মোবারক শাহ
 - C. ফখরুল্লাহ জহির শাহ
 - D. মোহাম্মদ ঘোরী

Answer Keys: 1.A 2.A 3.B 4.A 5.A 6.C 7.A 8.D 9.B 10.D 11.D 12.C
 13.D 14.A 15.A 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B

ভারতীয় উপমহাদেশে ও বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

পর্তুগিজ নাবিক বার্থেলামিউ দিয়াজ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তরাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্বদিকে আগমণের জলপথ আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র ধরে ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত ১৪৯৮ ত হয় সালে। পর্তুগিজ নাবিক মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।

→ পর্তুগিজদের আগমন

পর্তুগালের লোকদের পর্তুগিজ বলে। উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে পর্তুগিজরা। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত পিপালি নামক স্থানে সর্বপ্রথম কুঠি স্থাপন করে। ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন আলবুকার্ক। তিনি কোচিতে একটি দুর্গ (Fort) নির্মাণ করেন। এই দুর্গটি ভারতে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ। বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে)। শেরশাহকে প্রতিরোধ করার জন্য সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। মাহমুদ শাহের পক্ষে পর্তুগিজরা শেরশাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। শেরশাহ ক্ষমতা লাভের পর এইদেশ থেকে তিনি পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন। পর্তুগিজগণ বাংলাদেশে ফিরিঙ্গি (Firinghi) নামে পরিচিত। পর্তুগিজ জলদস্যদের বলা হত ‘হার্মাদ’।

→ ওলন্দাজদের আগমন

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলে। তারা পর্তুগিজদের দেখাদেখি এদেশে আসে এবং ‘ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। প্রথমে পর্তুগিজ এবং পরে ইংরেজগণ ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা এদেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

→ দিনেমারদের আগমন

ডেনমার্কের লোকদের বলা হয় ডেনিশ (Danish) বা দিনেমার (Dinemar)। তারা এদেশে বাণিজ্য করার জন্য ‘ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। কিন্তু তারা বাণিজ্য তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

→ ইংরেজদের আগমন

ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লীর সন্তাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি’ গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হকিস ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশ পত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সন্তাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। ক্যাপ্টেন হকিসের আবেদন ক্রমে সন্তাট জাহাঙ্গীর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি (a Business center) নির্মাণের অনুমতি দেন। ঐ সালেই অর্থাৎ ১৬০৮ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশের প্রথম কুঠি স্থাপন করে সুরাটে। সন্তাট শাহজাহানের শাসনামলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬৩৩ সলে হরিহরণপুরে তারা এ কুঠি নির্মাণ করে। দীর্ঘকাল পরে ১৬৫১ সালে ভগুলী শহরে তারা দ্বিতীয় কুঠি নির্মাণ করে। ঐ বছর বাংলায় সুবেদার শাহজাদা সুজা ইংরেজদের এদেশে বিনাশক্তে বাণিজ্য করার অধিকার দেন। সন্তাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৯০ সালে কোম্পানির এজেন্ট জন চার্নক সুতানটি গ্রামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম কিনে নগরটিকে আরও বড় করা হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে বিখ্যাত কলকাতা শহর। ১৬৯৮ সালে কলকাতায় ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে ‘ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ’ নির্মিত হয়।

→ ফরাসিদের আগমন

ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে উপমহাদেশে সকলের শেষে ব্যবসা করার জন্যে আসে ফরাসিগণ। তারা প্রায় ১০০ বছর এদেশে বাণিজ্য করে। তারা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে কিন্তু ১৭৬০ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে তারা ভারত থেকে সরে পড়ে।

→ **পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজ-উদ-দৌলা**

- সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত নাম- মীর্জা মুহাম্মদ।
- সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন- আলীবর্দী খানের নাতি।
- নবাব আলীবর্দী খান মৃত্যুবরণ করেন- ১৭৫৬ সালে।
- সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন- ১৭৫৬ সালে।
- নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন- ১৭৫৬ সালে।
- পলাশীর যুদ্ধ হয়- ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে।
- বাংলায় প্রথম স্বাধীন নবাব- মুশিদ্দুল্লো খান।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব- নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।
- বাংলার শেষ নবাব- সিরাজ-উদ-দৌলা।
- কলকাতার নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন- সিরাজ-উদ-দৌলা।
- সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যাকারীর নাম- মহম্মদী বেগ।
- পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিল- রবার্ট ক্লাইভ।
- বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়- পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে।

→ **মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ:**

- মীর কাসিম ছিলেন- মীরজাফরের জামাতা।
- বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল- ১৭৬৪ সালে।
- বক্সারের যুদ্ধসংঘটিত হয়- ইংরেজ ও মীর কাসিমের মধ্যে।
- মীর কাসিম মৃত্যুবরণ করেন - দিল্লিতে, ১৭৭৭ সালে।

গভর্নর

নাম	তথ্যকণিকা
ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫)	<ul style="list-style-type: none"> ★ রাজস্ব বোর্ড (Board of Revenue) ★ পাঁচশালা বন্দোবস্ত ★ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা রাখিতকরণ
লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)	<ul style="list-style-type: none"> ★ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent settlement)
লর্ড ওয়েলসলি (১৭৯৮-১৮০৫)	<ul style="list-style-type: none"> ★ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ★ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে টিপুর সংগ্রাম
গভর্নর জেনারেল (১৮৩৩-১৮৫৮)	
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৫)	<ul style="list-style-type: none"> ★ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ★ শিক্ষা প্রসার
লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬)	<ul style="list-style-type: none"> ★ স্বত্ত্ব বিলোপ নীতি ★ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন ★ বিধবা বিবাহ আইন
গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়	
লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-৬২)	<ul style="list-style-type: none"> ★ সিপাহী বিদ্রোহ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ★ মুদ্রা ব্যবস্থা সংক্ষার
লর্ড মেয়ার (১৮৬৯-১৮৭২)	<ul style="list-style-type: none"> ★ আদমশুমারি (Census)
লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০)	<ul style="list-style-type: none"> ★ অন্ত্র আইন ★ সংবাদপত্র আইন
লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪)	<ul style="list-style-type: none"> ★ সংবাদপত্রগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ★ হান্টার কমিশন ★ ফ্যাক্টরি আইন

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)	★ বঙ্গভঙ্গ ★ ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি
লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১৯১০)	★ মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯)
লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬)	★ বঙ্গভঙ্গ রদ ★ রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তর
লর্ড চেমসফোর্ড (১৯১৬-১৯২১)	★ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন (১৯১৯)
লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)	★ ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা আইন

উপমহাদেশের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার

সংস্কারক	সংস্কার
রাজা রামমোহন রায়	<ul style="list-style-type: none"> ➤ হিন্দু কলেজ/প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা- ১৮১৫ সালে। ➤ আতীয় সভা গঠন- ১৮১৫ সালে। ➤ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা- ১৮২৮ সালে। ➤ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ- ১৮২৯ সালে।
ইশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর	<ul style="list-style-type: none"> ➤ বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন- ১৮৫৬ ➤ বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা রোধ। ➤ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পদ্ধতি ছিলেন- ১৮৪৯ সালে। ➤ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন- ১৮৫১ সালে। ➤ বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন- সংস্কৃত কলেজ থেকে (২০ বছর বয়সে)।
হাজী মুহাম্মদ মুহসীন	<ul style="list-style-type: none"> ➤ বিশিষ্ট দানবীর। ➤ বাংলার ‘হাতেম তাই’ বলে খ্যাত। ➤ ভগুলীতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা।

নওয়াব আব্দুল লতিফ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ মোহামেডান লিটারৱী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা- ১৮৬৩ সালে। ➤ বাংলার ‘সৈয়দ আহমদ’ বলা হতো।
সৈয়দ আমীর আলী	<ul style="list-style-type: none"> ➤ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা- ১৮৭৭ সালে। ➤ লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। ➤ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: <ul style="list-style-type: none"> ⦿ The Spirit of Islam. ⦿ History of the Saracens. ⦿ Life and Teaching of the Prophet.
স্যার সৈয়দ আহমদ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা।
এ.কে. ফজুলল হক	<ul style="list-style-type: none"> ➤ কৃষি প্রজা পার্টি গঠন- ১৯৩৬ সালে। ➤ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন- ১৯৩৮ সালে। ➤ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন- ১৯৪০ সালে। ➤ ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা।

→ **কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা:**

- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়- ১৮৪৫ সালে।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা- অ্যালান অস্টোভিয়ান হিউম।
- কংগ্রেসের গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী সভাপতি সেক্রেটারী জেনারেল হবেন- ভারতীয় ও ব্রিটিশ।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন- উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
- কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- ১৮৮৫ সালে, বোম্বেতে।

→ **বঙ্গভঙ্গ:**

- বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়- ১৯০৫ সালে।
- বঙ্গভঙ্গ করেন- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে স্বার্থ সংরক্ষণ হয়- মুসলমানদের।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্টি নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল- ঢাকায়।
- ‘রাখী বন্ধন’ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।

- রাখী বন্ধনের সূচনা করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ‘আমার সোনার বাংলা’ রচিত হয়- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হয়ে যে আন্দোলন শুরু করে- স্বদেশী আন্দোলন।

→ **স্বদেশী আন্দোলন:**

- স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা- বিদেশি পণ্য বর্জন ও দেশি পণ্যের ব্যবহার।
- স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস।
- কুদিরামের ফাঁসি দেওয়া হয়- ১৯০৮ সালে।
- মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সালে।
- মাস্টারদা সূর্যসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়- ১৯৩৪ সালে।
- বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদেদার জড়িত ছিলেন- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে।
- ‘চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাব’ আক্রমণ করেন- প্রীতিলতা ওয়াদেদার (১৯৩২ সালে)।

→ **মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা:**

- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল- মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৬ সালে।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ।
- মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম ছিল- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ঢাকার শাহবাগে।
- মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন হয়- ঢাকায়।
- মুসলিম লীগের বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯১২ সালে।
- মোহাম্মদ আলী জিনাহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন- ১৯১২ সালে।

→ **বঙ্গভঙ্গ রাদ:**

- দুই বাংলাকে আবার যুক্ত করা হয়- ১৯১২ সালের ১ জানুয়ারি।
- বঙ্গভঙ্গ রাদ করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- বঙ্গভঙ্গ রাদ করা হয়- ১৯১১ সালে।
- বঙ্গভঙ্গ রাদের প্রেক্ষিতে খুশি হয়- হিন্দুরা।
- বঙ্গভঙ্গ রাদের প্রেক্ষিতে অসন্তুষ্ট হয়- মুসলমানরা।
- বঙ্গভঙ্গ রাদের প্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে সন্ত্রস্ত করার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়- নাথান কমিশন।
- নাথান কমিশন গঠনের সাথে জড়িত ছিলেন- লর্ড হার্ডিং।
- নাথান কমিশন গঠন করা হয়- ১৯১২ সালে।

→ **খেলাফত আন্দোলন:**

- খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ঘটে- ১৯১৯ সালে।
- নেতৃত্ব দেন- মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ।
- তুরস্কে খেলাফতের অবসান ঘটে- ১৯২৪ সালে।
- তুরস্কের খেলাফতের অবসান ঘটান- কামাল আতাতুর্ক।
- খেলাফত আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে- তুরস্কের খেলাফতের অবসান ঘটলে।

→ **অসহযোগ আন্দোলন:**

- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম- মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী।
- খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে পরিচালিত হয়- ১৯২০ সালে।
- মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন- ১৯১৭ সালে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৯১৯ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে।

→ **প্রাদেশিক নির্বাচন:**

- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩৭ সালে।
- ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করে- মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রতীক ছিল- হুক্কা।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ.কে ফজলুল হক।
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালে।
- ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার উল্লেখযোগ্য কাজ:

- ⇒ ঝণ সালিসী বোর্ড গঠন
- ⇒ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস
- ⇒ ঢাকায় কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা
- ⇒ বরিশালে চাখার কলেজ প্রতিষ্ঠা
- ⇒ ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা।

→ **দ্বি-জাতিতত্ত্ব:**

- প্রবক্তা- মুহম্মদ আলী জিনাহ।
- ঘোষণা করা হয়- ১৯৩৯ সালে।
- মূল কথা- হিন্দু মুসলমান আলাদা আতিসত্ত্ব।

→ **লাহোর প্রস্তাব:**

- ঘোষণা করা হয়- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ।
- ঘোষণা করেন- এ.কে ফজলুল হক।
- লাহোর প্রস্তাব অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন- মুহাম্মদ আলী জিনাহ।
- স্বতন্ত্র বাংলাদেশের বীজ লুকায়িত ছিল- লাহোর প্রস্তাবে।
- এ.কে ফজলুল হককে শেরে বাংলা উপাধি দেওয়া হয়- লাহোরে।

→ **পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়:**

- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়ের প্রথম মন্ত্রনালয়- ১৩৫০ বঙ্গাব্দে।
- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়ের প্রথম মন্ত্রনালয়- ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে।
- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়ের প্রথম মন্ত্রনালয়ের প্রেক্ষিতে রচিত নাটক- নেমেসিস।
- নেমেসিস নাটকটি রচনা করেন- নুরুল মোমেন।
- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়ের প্রথম মন্ত্রনালয়ের প্রেক্ষিতে রচিত চলচ্চিত্র- অশনি সংকেত।
- অশনি সংকেতে উপন্যাস রচনা করেন- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- অশনি সংকেতে চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন- সত্যজিৎ রায়।
- ম্যাডোনা ৪৩ চিত্রকর্মটির চিত্রকর- জয়নুল আবেদীন।
- ম্যাডোনা ৪৩ এর প্রেক্ষাপট- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়।

→ **অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী:**

- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ.কে ফজলুল হক।
- অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিমউদ্দীন।
- অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

ইতিহাসে ঢাকা ও সোনারগাঁও

ঢাকা

- ঢাকা: প্রাচীন ‘বঙ্গ’ জনপদের অন্তর্ভুক্ত একটি বিখ্যাত স্থান। বুড়িগঙ্গা নদীর কেল ঘেঁষে এর অবস্থান।
- ঢাকা বাংলার প্রথম রাজধানী হয়- সুবাদার ইসলাম খানের শাসনামলে ১৬১০ সালে।
- ঢাকার পূর্ব নাম- জাহাঙ্গীর নগর। সুবাদার ইসলাম খান তার মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে এ নামকরণ করেন।
- ঢাকা পূর্ব বাংলা ও আসামের রাজধানী হয়- ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে।
- ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়- ১৯৪৭ সালে।
- ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হয়- ১৯৭১ সালে।
- ঢাকা প্রথম পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে- ১ আগস্ট ১৮৬৪ সালে।
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান- মি. স্কিনার।
- ঢাকা পৌরসভাকে ঢাকা পৌর কর্পোরেশন করা হয়- ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে।
- ঢাকা পৌর কর্পোরেশন থেকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হয়- ১৯৯০ সালে।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র- মোহাম্মদ হানিফ।
- ১৬৫০ সালে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা ঢাকার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন - বিহারের রাজমহলে।
- ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী ১৭১৭ সালে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যায়- নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।
- নবাব পরিবারের অনুদানে ঢাকায় প্রথম পানি সরবরাহ করা হয়- ১৮৭৪ সালে।
- ঢাকা মহানগড়ে প্রথম বিদ্যুৎ বাতি জ্বালানো হয়- ৭ ডিসেম্বর ১৯০১ সালে।

সোনারগাঁও

- সোনারগাঁওয়ের পূর্বনাম- সুবর্ণগ্রাম। ঢাকা থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে মেঘনা নদীর তীরে নারায়ণগঞ্জে এর অবস্থান।
- সোনারগাঁও নামকরণ করা হয়- ঈশ্বর খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামে।
- ফখরুল্লিদিন মোবারক শাহ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীর নাম- সোনারগাঁও।

- সোনারগাঁও থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিখ্যাত রোডের নাম- গ্রান্ট ট্রাক্স রোড।
- ঈশা খাঁ ও তার বংশধরদের শাসনামলে বাংলার রাজধানী ছিল- সোনারগাঁও।
- চীনের পর্যটক মা হ্যান সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন- ১৪০৬ সালে।
- বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন- ১৩৪৫ সালে।
- বাংলাদেশের একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘরটি অবস্থিত- সোনারগাঁও।
- সোনারগাঁওয়ে অন্যান্য নির্দশনসমূহ- গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, পাঁচ বিবির মাজার।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন সমূহ

মহাস্থানগড়

- বগুড়া শহর থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে এর অবস্থান। প্রাচীন পুঞ্জগরের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড়ের বয়স আনুমানিক ২৫০০ বছর। মহাস্থানগড় বিখ্যাত হয়েছে প্রাচীন পুঞ্জগরের ধ্বংসাবশেষ এবং মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের পুরাকীর্তির জন্য। ‘মহাস্থানগড়’ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়ের একটি লিপি পাথরের চাকতিতে খোদাই করা পাওয়া গেছে। বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখির মাজার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।
- মহাস্থানগড়ের বিখ্যাত স্থানসমূহ: ভাসু বিহার, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা ও খোদার পাথর ভিটা।

ময়নামতি

- কুমিল্লা জেলার কোটবাড়িতে অবস্থিত ‘ময়নামতি’ কুমিল্লা জেলা শহর থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে। রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নামে এর নামকরণ করা হয়। পূর্বে এটি ‘রোহিতগিরি’ নামে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে এটি শালবন বিহার নামে পরিচিত। ময়নামতি বৌদ্ধ সভ্যতার জন্য বিখ্যাত। রাজা দেবপাল এ বিহার নির্মাণ করেন।
- ময়নামতির বিখ্যাত স্থান সমূহ: আনন্দ বিহার, আনন্দ বাজার দীঘি, রাণীর বিহার, রাণীর বাংলা বিহার, শালবন বিহার, বড় কামতা, বৈরাগীর মুড়া, ভোজ বিহার, কোটিল্য মুড়া, রূপবান মুড়া ও চারপত্র মুড়া।

পাহাড়পুর

- পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের অপর নাম ‘সোমপুর বিহার।’ সোমপুর বিহার নওগাঁ জেলার জামালগঞ্জে অবস্থিত। সোমপুর বিহার উপমহাদেশের একক বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন পাল রাজা ‘ধর্মপাল’। সোমপুর বিহারে পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে।
- সোমপুর বিহারের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহ: পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, সত্য পীরের ভিটা, গান্ধেশ্বরীর মন্দির, জৈন মন্দির।

উয়ারী বটেশ্বর

- বর্তমান নরসিংহী জেলার বেলাবো নামক স্থানে কয়রা নদীর তীরে অবস্থিত। উয়ারী বটেশ্বর হতে প্রাপ্ত প্রাচীন প্রত্নাবশেষ ৪৫০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের।

ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত স্থাপত্য সমূহ

স্থাপত্য	স্থপতি বা নির্মাতা	সময়কাল	অবস্থান
বড় সোনা মসজিদ	নুসরাত শাহ	সুলতানী	গৌড়
ছোট সোনা মসজিদ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	সুলতানী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ঘাট গম্বুজ মসজিদ	খান জাহান আলী	সুলতানী	বাগেরহাট
আহসান মঞ্জিল	নবাব আব্দুল গনী	ঢাকার নবাবী আমল	ওয়াইজ ঘাট, ঢাকা
কার্জন হল	লর্ড কার্জন	ইংরেজ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মুসা খাঁ মসজিদ	মুসা খাঁ	বার ভুঁইয়া	কার্জন হল, ঢাবি
উত্তরা গণভবন	রাজা দয়ারাম রায়	১৭৪৩ সাল	নাটোরে, বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় সচিবালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও তার অবস্থান

বৌদ্ধ বিহার	অবস্থান
সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর বিহার	নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দশন।
শালবন বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। রাজাধিরাজ ভবদেব দ্বারা তৈরি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
আনন্দ বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে রাজা আনন্দ দেব কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
মহামুণি বিহার	চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ বিহার
সীতাকোট বিহার	দিনাজপুরে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার
রাজবন বৌদ্ধ বিহার	রাঙামাটি জেলার কাঞ্চাইহুদের তীরে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী স্থান।
জগন্দল বিহার	নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। পাল রাজাদের শাসনামলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
ভাসু বিহার	বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।
সীমা বৌদ্ধ বিহার	পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।
হলুদ বিহার	নওগাঁ।
ভোজ বিহার	কুমিল্লা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বর্তমান ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
বাংলাদেশ	পূর্ব পাকিস্তান	সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ
বরিশাল	চন্দ্রবীপ/ইসমাইলপুর/বাকলা	দিনাজপুর	গড়েয়ানাল্যান্ড
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ/শাতিলগঞ্জ/চট্টলা	মহাস্থানগড়	পুন্ড্রবর্ধন
খুলনা	জাহানাবাদ	ময়নামতি	রোহিতগিরি
সিলেট	জালালাবাদ	সোনারগাঁও	সুবর্ণ গ্রাম
যশোর	খলিফাতাবাদ	মুজিবনগর	বৈদ্যনাথ তলা
বাগেরহাট	খলিফাবাদ	প্রধানমন্ত্রী ভবন	গণভবন (করতোয়া)
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	পুরাতন সংসদ ভবন
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ	সুপ্রীম কোর্ট ভবন	গভর্নরের বাসভবন
নোয়াখালী	সুধারাম/ভুলুয়া	বঙ্গভবন	গভর্নরের হাউজ
কুমিল্লা	ত্রিপুরা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	রমনা হাউজ
কুষ্টিয়া	নদীয়া	সিরডাপ কার্যালয়	চামেলি হাউজ
ফেনী	শমসের নগর	রাজউক	ডি.আই.টি
কক্ষিবাজার	ফালংকি	শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর
জামালপুর	সিংহজানী	আসাদ গেইট	আইয়ুব গেইট
গাইবান্ধা	ত্বানীগঞ্জ	বাহাদুর শাহ পার্ক	ভিট্টোরিয়া পার্ক
মুসিগঞ্জ	বিক্রমপুর	লালবাগ কেল্লা	আওরঙ্গবাদ দুর্গ
ভোলা	শাহবাজপুর	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	পি.জি. হাসপাতাল
গাজীপুর	জয়দেবপুর	নাটক সরণি	বেইলি রোড
রাস্তায় অতিথি ভবন 'মেঘনা'	হানিফ আদমজীর বাসভবন	রাস্তায় অতিথি ভবন 'পদ্মা'	গুল মোহাম্মদ আদমজীর বাসভবন
জিরো পয়েন্ট	নূর হোসেন স্কয়ার		

বাংলাদেশের প্রথম স্থাপনা

জাদুঘর	বরেন্দ্র জাদুঘর
ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	বেতুনিয়া, রাঙ্গামাটি
গ্যাসক্ষেত্র	হরিপুর, সিলেট
তেলক্ষেত্র	হরিপুর, সিলেট
বুলত্ত সেতু	রাঙ্গামাটি
লাইব্রেরী	রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি
চা বাগান	মালনী ছড়া, সিলেট
বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইপিজেড	চট্টগ্রাম ইপিজেড
ক্যাডেট কলেজ	মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ
মেডিকেল	ঢাকা মেডিকেল কলেজ

বাংলাদেশে প্রথম চালু

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ	২০০৯ সালে
শতভাগ জন্ম নিবন্ধনকারী পৌরসভা	দিনাজপুর
তথ্য কমিশন	২০০৯ সালে
১০০০ টাকার নোট	২০০৮ সালে
দশমিক মুদ্রা	১৯৬১ সালে
বাংলা একাডেমি পুরস্কার	১৯৬০ সালে
বাংলা একাডেমি বই মেলা	১৯৭৮ সালে
সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	১৯৮১ সালে, রাঙুনিয়া, চট্টগ্রাম
নোট	১৯৭২ সালে
বিমান	১৯৭২ সালে

স্বাধীন বিচার বিভাগ	১ নভেম্বর ২০০৭
অন লাইন রেডিও	একুশে রেডিও, ২০০৫ সালে
সাম্প্রাহিক ছুটি দুইদিন	২০০৫ সালে
কর ন্যায়পাল কার্যক্রম	২০০৬ সালে
ইমিট্রেশন সার্ভিস কোড	২০০৭ সালে
জাতীয় জন্ম নিবন্ধন	২০০৭ সালে
জাতীয় বন নীতি	১৯৭২ সালে
রঙিন টেলিভিশন	১৯৮০ সালে
আয়কর দিবস	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮
মূল্য সংযোজন কর দিবস	১৯৯১ সালে
মুক্তবাজার অর্থনীতি	১৯৯১ সালে
বিদ্যৃৎ বাতি	৭ ডিসেম্বর ১৯০১
খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা	১৯৯৩ সালে
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯২ সালে
ডাকটিকিট	১৯৭১ সালে
নারী ট্রাফিক	২০১০ সালে

বিগত বছরের প্রশ্ন

- ভারতে মুদ্রণ শিল্পের সূচনা হয়- (ঢাবি ‘খ’০৯-১০)
 - সুলতানি আমলে
 - মুঘল আমলে
 - বৌদ্ধ আমলে
 - ব্রিটিশ আমলে
- যুক্তফ্রন্টে (১৯৫৪) রাজনৈতিক দলের সংখ্যা- (ঢাবি ‘খ’০৯-১০)
 - চার
 - পাঁচ
 - তিনি
 - চয়
- প্রাচীনতম সাহিত্যকর্ম- (ঢাবি ‘খ’০৯-১০)
 - শকুন্তলা
 - হংসদূত
 - রামায়ণ
 - মহাভারত

- 4. আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন- (ঢাবি ‘খ’০৯-১০)**
- A. সক্রেটিস B. প্লেটো C. এরিস্টটল D. হেরাক্লিটাস
- 5. বাংলার কোন নেতা জমিদারী প্রথা রদে প্রধান ভূমিকা পালন করেন? (ঢাবি ‘ঘ’০৯-১০)**
- A. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী B. এ.কে.ফজলুল হক
C. মাওলানা ভাসানী D. খাজা নাজিমুদ্দিন
- 6. বাংলা বর্ষের প্রবক্তা কে ছিলেন? (ঢাবি ‘ঘ’০৯-১০)**
- A. সন্তাটি অশোক B. সন্তাটি আকবর
C. রাজা লক্ষ্মণ সেন D. আবুল ফজল
- 7. বাংলাদেশের কোথায় সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন আবিস্কৃত হয়েছে? (ঢাবি ‘খ’০৮-০৯)**
- A. বান্দরবান B. কলাকোপা C. মহাস্থানগড় D. উয়ারি বটেশ্বর
- 8. ‘মাত্স্যন্যায়’ ধারণাটি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত? (ঢাবি ‘খ’০৮-০৯)**
- A. মাছবাজার B. ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা
C. মাছ ধরার নৌকা D. আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা
- 9. ইতিহাসখ্যাত ‘মসলিন’-এর একটি ছোট টুকরো এখনও সংরক্ষিত আছে- (ঢাবি ‘খ’০৮-০৯)**
- A. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে B. বরেন্দ্র জাদুঘরে
C. লালবাগ দুর্গে D. জাতীয় জাদুঘরে
- 10. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান- (ঢাবি ‘খ’০৮-০৯)**
- A. রমনা পার্ক B. ন্যাশনাল পার্ক
C. গুলশান পার্ক D. বাহাদুর শাহ পার্ক
- 11. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- (ঢাবি ‘ঘ’০৮-০৯)**
- A. খাজা নাজিমুদ্দিন B. এ.কে.ফজলুল হক
C. মোহাম্মদ আলী D. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- 12. ‘কান্তজী’র মন্দিরের অবস্থান- (ঢাবি ‘ঘ’০৮-০৯)**
- A. নাটোর B. দিনাজপুর C. সিলেট D. রংপুর

13. কাগমারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- (ঢাবি ‘ঘ’০৮-০৯)

- A. ১৯৫৪ সালে B. ১৯৫৬ সালে C. ১৯৫৭ সালে D. ১৯৬১ সালে

14. ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন- (ঢাবি ২০০২-২০০৩)

- A. নওয়াব আব্দুল লতিফ B. রামমোহন রায়
C. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর D. কালীদাস

15. বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনাকারী কে? [ঢাবি ১৯৯৭-১৯৯৮]

- A. হাজী মুহাম্মদ মহসীন B. হাজী শরীয়ত উল্লাহ
C. দুনু মিয়া D. শহীদ তিতুমীর

16. আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক কে? [ঢাবি ১৯৯৮-১৯৯৯]

- A. রাজা রামমোহন রায় B. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
C. স্যার সৈয়দ আহমেদ D. লর্ড মেকল

17. বঙ্গভঙ্গের বছর কোনটি? (ঢাবি ১৯৯৬-১৯৯৭)

- A. ১৯০১ B. ১৯০২ C. ১৯০৬ D. ১৯০৫

18. বঙ্গভঙ্গ কোন সনে রাদ হয়? (ঢাবি ১৯৯৯-২০০০)

- A. ১৯০৫ B. ১৯০৯ C. ১৯১১ D. ১৯১২

19. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন- (ঢাবি ‘খ’০৬-০৭)

- A. শশাঙ্ক B. বখতিয়ার খিলজি
C. বিজয় সেন D. গোপাল

20. ঢাকা প্রাচীন বাংলার কোন্ জনপদের অন্তর্গত? (ঢাবি ‘খ’০৬-০৭)

- A. বঙ্গ B. রাঢ় C. বরেন্দ্র D. হরিকেল

21. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন্ সালে? (ঢাবি ‘খ’০৬-০৭)

- A. ১৮৫৭ B. ১৮৫৮ C. ১৮৫৯ D. ১৮৬০

22. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)

- A. রোজ গার্ডেনে B. সিরাজগঞ্জে C. সন্তোষে D. সুনামগঞ্জে

- 23. বাংলা নববর্ষ ‘পহেলা বৈশাখ’ চালু করেছিলেন- (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)**
- A. লক্ষ্মণ সেন B. বিজয় সেন C. সন্তাট আকবর D. সন্তাট শাহজাহান
- 24. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন- (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)**
- A. স্যার জন হার্বার্ট B. এন্ডারসন
C. স্যার এফ বারোজ D. আর জি কেসি
- 25. মহাস্থানগড় কোনু বংশের প্রত্ত্বতাত্ত্বিক নির্দর্শন? (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)**
- A. মৌর্য বংশ B. পাল বংশ C. সেন বংশ D. গুপ্ত বংশ
- 26. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়- (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)**
- A. ব্রিটিশ আমলে B. সুলতানি আমলে
C. মুঘল আমলে D. স্বাধীন নবাবী আমলে
- 27. প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হত? [ঢাবি ০৫-০৬]**
- A. মুর্শিদাবাদ B. রাজশাহী C. চট্টগ্রাম D. মেদিনীপুর
- 28. বর্তমান বাংলাদেশের কোনু অংশকে ‘সমতট’ বলা হতো? [ঢাবি ০৮-০৫]**
- A. কুমিল্লা ও নোয়াখালী B. রাজশাহী ও বগুড়া
C. চট্টগ্রাম D. দিনাজপুর ও রংপুর
- 29. কাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়? [ঢাবি ০৩-০৪]**
- A. যুকিডাইডিস B. হেরোডোটাস C. এরিস্টটল D. টয়েনবী
- 30. সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল কোনটি? [ঢাবি ০১-০২]**
- A. বর্ণমালা B. আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার
C. মুদ্রার প্রচলন D. চিত্রলেখা

Answer Key: 1.B 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.D 8.D 9.D 10.D 11.B 12.B
 13.C 14.B 15.B 16.D 17.D 18.C 19.D 20.A 21.B 22.C 23.C 24.A
 25.A 26.C 27.A 28.A 29.B 30.A